ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৫৫ ● কলকাতা ● ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩১ ● বুধবার ● ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

অ্যাডভান্টেজ আসামের দ্বিতীয় পর্বে বিনিয়োগ পরিকাঠামো শিখর সম্মেলন ২০২৫ – এর উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

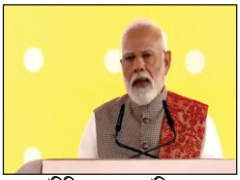

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

আসামের গুয়াহাটিতে আজ অ্যাডভান্টেজ আসাম দ্বিতীয় পর্বের বিনিয়োগ পরিকাঠামো শিখর সম্মেলন ২০২৫ – এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে অভ্যাগতদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারত ভবিষ্যতের নতুন যাত্রাপথে আজ শরিক। অ্যাডভান্টেজ আসাম – এর এই বৃহদায়তন উদ্যোগ বিশ্বের সঙ্গে আসামের অগ্রগতি ও সম্ভাবনার এক অবিশ্বাস্য যোগসূত্র গড়ে তুলবে। ভারতের বিকাশের পথে ইতিহাস পূর্ব ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রত্যক্ষদর্শী হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ আমরা বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। ভারতের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল তাদের প্রকৃত সম্ভাবনার দ্বারকে এর মাধ্যমে উন্মুক্ত করার সুযোগ পাবে। এই বিরাট অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য তিনি আসাম সরকার ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ২০১৩ সালে তাঁর কথার পুনরুল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছিলেন, সেদিন আর বেশি দূরে নেই, যেদিন আসামের 'এ' রীতি হয়ে দাঁড়াবে। তিনি বলেন, বিশ্ব জুড়ে অনিশ্চিয়তা সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞরা যে বিষয়ে অভিন্ন মত পোষণ করেন, তা হ'ল – ভারতের দ্রুত বিকাশ। প্রধানমন্ত্রী জোরের সঙ্গে বলেন, আজকের ভারত এই শতাব্দীর আগামী ২৫ বছরের দিশাদর্শী হয়ে এগিয়ে চলেছে। ভারতের তরুণ প্রজন্মের প্রতি বিশ্বের প্রভূত আস্থার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই তরুণ প্রজন্ম দক্ষতা নিবিড় এবং উদ্ভাবনী রণকৌশলসম্পন্ন হয়ে উঠছে। ভারতের উদ্ভূত নব-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর আস্থা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দরিদ্রাবস্থা থেকে উত্থান তাঁদের মধ্যে এক নতুন আশার আলো জাগিয়েছে। ১৪০ কোটির দেশ ভারতের প্রতি বিশ্বের আস্থার কারণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নীতিগত পরম্পরা। শ্রী মোদী সংস্কার রূপায়ণের পথকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সরকারের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বলেন, ভারত স্থানীয় সরবরাহ-শৃঙ্খলকে সুদৃঢ় করছে এবং বিশ্বের অনেক এলাকার সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে প্রবেশ করছে। পূর্ব এশিয়ার বৃহৎ সংযোগ ব্যবস্থা এবং নতুন ভারত - মধ্যপ্রাচ্য – ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে।

ভারতের প্রতি বিশ্বের বর্ধিত আস্থার কথা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আসামের এই সমাবেশেই তা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। ভারতের বিকাশের ক্ষেত্রে আসামের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম অ্যাডভান্টেজ আসাম শিখর সম্মেলনের সময় আসামের অর্থনীতি মূল্য নির্ধারিত ছিল ২ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকায়। আজ আসাম অর্থনীতির পথে উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করে রাজ্যের অর্থনীতিকে ৬

এরপর ৩ পাতায়

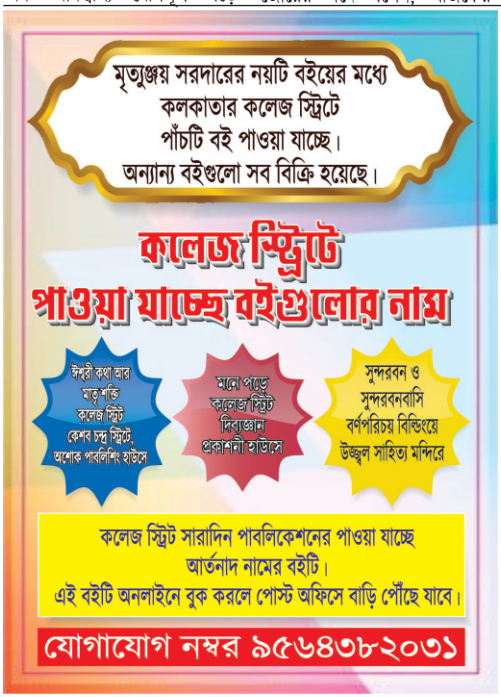

নাবালিকা প্রেমিকাকে নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে রেখে বিয়ের চেষ্টা নাবালকের, খবর পেয়ে বিয়ে রুখল প্রশাসন

সুচিন্ত্য গোস্বামী ,বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর

নিজেদের ভালোবাসাকে পরিণতি দিতে দু'জনে বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছিল। সেই পরিকল্পনা মতো প্রেমিকা সটান এসে ওঠে প্রেমিকের বাড়িতে। পরিবারের মত না থাকলেও অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রেমিক যুগল নিজেদের সিদ্ধান্তে ছিল অটল। অবশেষে খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা প্রেমিকের বাড়িতে হানা দিয়ে রুখল বিয়ে। ঘটনা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বিষ্ণুপুরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কিশোরীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই প্রেমের সম্পর্ক তৈরী হয় শহরেরই অপর পাড়ার বাসিন্দা এক সহপাঠীর। সম্পর্ক গভীর হতেই অপ্রাপ্তবয়স্ক ওই যুগল একে অপরকে বিয়ে করার পরিকল্পনা করে। সেই উদ্যেশ্যে প্রেমিকা সোমবার চলে আসে প্রেমিকের বাড়িতে। এই বিয়েতে প্রেমিকের বাড়ির কেউ মত না দিলেও প্রেমিকের জেদের কাছে হার মেনে অগত্যা প্রেমিকাকে বাড়িতেই রাখতে হয়। এদিকে গতকাল মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার পর প্রেমিকার বাড়ির লোকজন পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়। আজ বিষ্ণুপুরের জয়েন্ট বিডিও র নেতৃত্বে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ হানা দেয় প্রেমিকের বাড়িতে। সেখান থেকে প্রেমিক যুগলকে উদ্ধার করা হয়। প্রশাসনের দাবী দুজনেই অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকায় আপাতত এই বিয়ে সম্ভব নয়। তাই তাদের আলাদাই থাকতে হবে। পরবর্তীতে দুজনে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠলে সেক্ষেত্রে বিয়েতে আর কোনো বাধা থাকবে না

গভর্নমেন্ট ই মার্কেটপ্লেস (GeM) -এর SWAYATT উদ্যোগের ৬ বছর উদযাপন

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

চলতি বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি গভর্নমেন্ট ই মার্কেটপ্লেস (GeM) নতুন দিল্লিতে তার সদর দফতরে ই লেনদেনের মাধ্যমে স্টার্টআপস, মহিলা ও যুব সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা বা Startups, Women & Youth Advantage through eTransactions (SWAYATT) উদ্যোগের ৬ বছর পূর্তি উদযাপন করেছে। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় মহিলা নেতৃত্বাধীন উদ্যোগপতি এবং যুব সম্পদায়ের অংশগ্রহণ জোরদার করার উদ্দেশ্য নিয়েই ২০১৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি SWAYATT-এর সূচনা হয়।

সামাজিক অন্তর্ভুক্তি করণের ভিত্তিস্তম্ভ GeM-এর মধ্যে রয়েছে। SWAYATT সহজে ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। সেইসঙ্গে স্টার্টআপস, মহিলা উদ্যোগপতি, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং যুব সম্প্রদায় বিশেষ করে সমাজে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য বার্ষিক

এরপর ৪ পাতায়

নবান্নর নিরাপত্তা জোনের বাইরেও কেন পুলিশি হস্তক্ষেপ? হাইকোর্টের কড়া প্রশ্নের মুখে এবার পুলিশ কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নবান্নের ১০০ মিটারের বাইরে চলছিল নির্মাণ কাজ। কিন্তু আচমকা পুলিশ গিয়ে আটকে দিয়েছিল সেই কাজ। ইতিমধ্যেই এই মামলার জল গড়িয়েছে হাইকোর্টে । নির্মাণ কাজে হস্তক্ষেপের পরেই এবার আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়ল পশিমবঙ্গ রাজ্য সরকার।জানা যাচ্ছে, এই মামলায় মামলাকারী প্রশ্ন করেছিলেন,'মানুষ কি পুলিশ রাজ্যে বাস করছে?' এরপরই বিচারপতি কৌশিক চন্দ নির্দেশ দিয়েছেন, 'প্রশাসনিক কার্যালয় নবান্ন ভবন ছাড়া আর কোন এলাকা সিকিউরিটি জোনের মধ্যে পড়ে তার নোটিফিকেশন দেখান! এটা দেখতে পেলে খুশি হব।'কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল

হাইকোর্ট।বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা করেছিলেন এক ব্যক্তি। ওই মামলার শুনানি চলাকালীন আদালতে রীতিমতো ভর্ৎসনার মুখে পড়ল রাজ্য। প্রশ্ন তুলে হাইকোর্ট এদিন জানতে চাইল, 'নবান্নর নিরাপত্তা জোনের বাইরেও কেনা পুলিশি হস্তক্ষেপ করছে?' আদালত সূত্রে খবর বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ । এছাড়া আরও একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় রাজ্যকে।

প্রসঙ্গত নবান্নের ১০০ মিটারের বাইরে একটি বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কাজ চলছিল। কিন্তু নিরাপত্তার স্বার্থে সেই বিল্ডিংয়ের নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয় পুলিশ। তারপর ওই নির্মাণ কাজ আবার চালু করার অনুমতি চেয়ে মামলা করা হয় হাই কোর্টে।

এখানেই শেষ নয় বিচারপতি এদিন আরও প্রশ্ন করেন,'রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক কার্যালয় নবান্নের নিরাপত্তা নিয়ে হাই কোর্ট সচেতন হলেও রাজ্য নিজে কি সচেতন?' একইসাথে এদিন তিনি জানতে চান, নবান্নর নিরাপত্তা জোনের মধ্যে যে এলাকা নেই সেখানে কেন পুলিশ পদক্ষেপ নিচ্ছে? এরপরেই এদিন কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

(১ম পাতার পর)

অ্যাডভান্টেজ আসামের দ্বিতীয় পর্বে বিনিয়োগ পরিকাঠামো শিখর সম্মেলন ২০২৫ – এর উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে দিয়েছে এবং তা সম্ভব হয়েছে এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার জন্য। কেবল ছ'বছরের মধ্যে আসামের অর্থনীতির দ্বিগুণ প্রসার ঘটেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকার থাকায় এই পথ সুগম হয়েছে বলেও তিনি জানান। আসামে বহুল বিনিয়োগ এই রাজ্যকে এক অপরিসীম সম্ভাবনার রাজ্য হিসেবে পরিগণিত করেছে। তিনি বলেন, আসাম সরকার শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ এবং উন্নত বিনিয়োগের বাতাবরণ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে। সংযোগ সম্পর্কিত পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নানাবিধ কাজ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের আগে ব্রহ্মপুত্র নদের উপরে তিনটি সেতু ছিল, যা গড়ে উঠেছিল ৭০ বছর ধরে। অথচ, কেবল গত ১০ বছরে ৪টি নতুন সেতু গড়ে তোলা হয়েছে। একটি সেতুর নামকরণ হয়েছে ভারতরত্ন ভূপেন হাজারিকার নামে। তিনি বলেন, ২০০৯ থেকে ২০১৪'র মধ্যে আসামে গড় রেল বাজেট বরাদ্দ ছিল ২ হাজার ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু, তাঁদের সরকার এই রেল বাজেট বরাদ্দ চার গুণ বৃদ্ধি করে আসামের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকা করেছে। আসামে ৬০টি রেল স্টেশনের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে এবং এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই প্রথম গুয়াহাটি থেকে নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে সেমি-হাইস্পীড ট্রেন চলছে।

আসামে বিমান সংযোগের ব্যাপক প্রসারের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সাল পর্যন্ত কেবলমাত্র ৭টি রুটে বিমান পরিষেবা পাওয়া যেত। আর এখন তা প্রায় ১৩টি রুটে প্রসারিত। বিমান সংযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় আঞ্চলিক অর্থনীতির যেমন প্রসার ঘটেছে, তেমনই যুবসম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, এই উন্নয়ন কেবলমাত্র পরিকাঠামো ক্ষেত্রেই থেমে থাকেনি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন ঘটেছে। বিগত এক দশকে অসংখ্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত ছিল।

ব্যবসায় স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের উদ্দেশ্যই হ'ল – শিল্পের প্রসার ঘটানো এবং উদ্ভাবনী সংস্কৃতির মনোভাব গড়ে তোলা। স্টার্টআপ – এর ক্ষেত্রে সরকারের অসাধারণ নীতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নতুন নির্মাণ সংস্থা এবং এমএসএমই-গুলির জন্য পিএলআই প্রকল্প এবং কর ছাড়ের সুযোগ গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারের বিনিয়োগের এক বৃহদাংশ দেশের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে করা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও শিল্প পরিকাঠামো এবং উদ্ভাবনী ক্ষেত্রের মেলবন্ধনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতের অগ্রগতির তা এক ভিত্তি গড়ে দিয়েছে। আসামেও এর সুফল প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে আসাম ১ লক্ষ বিলিয়ন ডলার অর্থনীতির রাজ্য হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্য নিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে আসামকে উল্লেখ করে এই লক্ষ্য পূরণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। শ্রী মোদী বলেন, সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চল রূপান্তরমূলক শিল্পোন্নয়ন প্রকল্প 'উন্নতি'র সূচনা করেছে। এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে আসাম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শিল্প, বিনিয়োগ ও পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটবে। আসামের অপরিসীম সম্ভাবনা ও এই প্রকল্পে সুযোগ নেওয়ার জন্য তিনি শিল্পপতিদের আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আসামের বিরাট সম্ভাবনার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হ'ল – আসামের চা। বিগত ২০০ বছর ধরে যা এক বিশ্ব ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব জুড়ে স্থিতিশীল সরবরাহ-শৃঙ্খলের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, ভারত নির্মাণ ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লক্ষ্য-ভিত্তিক কর্মসূচির সূচনা করেছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের মধ্য দিয়ে সাশ্রয় মূল্যে উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ওষুধ ক্ষেত্র, ইলেক্ট্রনিক্স, গাড়ি নির্মাণ শিল্প প্রভৃতি এর এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এগুলি কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ চাহিদাই মেটাচ্ছে, তা নয়। বিশ্ব বাজারের চাহিদা মেনে আন্তর্জাতিক মান রক্ষায় তা অনুরূপ সক্ষম হয়ে উঠেছে। নির্মাণ ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন ঘটাচ্ছে আসাম, বলে উল্লেখ করেন শ্রী মোদী।

বিশ্ব বাণিজ্যে আসাম সবসময়েই এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে এসেছে একথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তটবর্তী প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের ৫০ শতাংশই আসে আসাম থেকে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আসামের শোধনাগারগুলির ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলেক্ট্রনিক্স, সেমিকন্ডাক্টর এবং পরিচ্ছন্ন শক্তি ক্ষেত্রে আসাম দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে বলেও তিনি জানান। সরকারি নীতির ফলে আসাম স্টার্টআপ সহ উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পের হাব হয়ে উঠছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক বাজেটের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই বাজেটে ন্যামরাপ-৪ প্ল্যান্টের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই ইউরিয়া উৎপাদন প্ল্যান্টটি সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দেশে আগামী দিনের প্রয়োজন মেটাবে। তিনি বলেন, সেদিন আর বেশি দূরে নেই, আসাম পূর্ব ভারতের এক বৃহৎ নির্মাণ হাব হয়ে উঠবে। আসাম সরকারের এই লক্ষ্য অর্জনে কেন্দ্রীয় সরকার সবরকম সহায়তা যোগাচ্ছে বলে তিনি জানান।

একবিংশ শতাব্দীর অগ্রগতি ডিজিটাল বিপ্লব উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা যত বেশি করে নিজেদের প্রস্তুত করব, আন্তর্জাতিকভাবে ততই সক্ষম হয়ে উঠব। সরকার একবিংশ শতাব্দীর নীতি ও কৌশল নিয়ে এগিয়ে চলেছে বলে তিনি জানান। ইলেক্ট্রনিক্স ও মোবাইল উৎপাদনে বিগত এক দশকে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী এই সাফল্যকে সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে দিতে চান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের সেমিকন্ডাক্টর নির্মাণে আসাম এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি সাম্প্রতিক আসামের যোগী রোডে টাটা সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড টেস্ট ফেসিলিটি কেন্দ্রের উদ্বোধনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই দশকের শেষে ইলেক্ট্রনিক ক্ষেত্রের উৎপাদন মূল্য ৫০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে। সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে ভারত এক বৃহৎ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। এতে লক্ষ লক্ষ যুবকের কর্মসংস্থান ও আসামের অর্থনীতির বিকাশ ঘটছে।

পরিবেশগত দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে ভারত বিগত এক দশকে নীতিগত সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব এখন ভারতের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির মডেলকে বাস্তবোচিত মডেল বলে মনে করে। সৌর, বায়ু এবং সুস্থায়ী শক্তি ক্ষেত্রে বিগত এক দশকে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতে পরিবেশগত দায়বদ্ধতাই রক্ষা হচ্ছে তাই নয়, দেশের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে দক্ষতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনে ভারতের লক্ষ্যমাত্রার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন বার্ষিক গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণের পথে দেশ এগিয়ে চলেছে। দেশে বর্ধিত গ্যাস পরিকাঠামোর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সামগ্রিক গ্যাস-নির্ভর অর্থনীতি দ্রুত বিকাশলাভ করছে। এক্ষেত্রে আসামের বিরাট সুবিধা রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে আসাম নেতৃত্বের আসনে বসুক, বলে প্রধানমন্ত্রী আশাবাদী। আসামের সম্ভাবনার সার্থক রূপায়ণের জন্য শিল্প নেতৃত্বকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পূর্ব ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পূর্ব ভারত পরিকাঠামো, লজিস্টিক্স, কৃষি, পর্যটন ও শিল্প ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিশ্ব অনতিবিলম্বেই ভারতের উন্নয়নযাত্রায় এই এলাকাকে শরিক হতে দেখবে। গ্লোবাল সাউথ – এ ভারতকে সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে আসামও যাতে অনুরূপ শরিক হতে পারে, সেজন্য সম্মিলিত যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিকশিত ভারতের যাত্রাপথে বিনিয়োগকারী ও শিল্প নেতৃবৃন্দের প্রতি গভীর আস্থা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবসময়ে তিনি তাঁদের পাশে থাকবেন।

আসামের রাজ্যপাল শ্রী লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড: এস জয়শঙ্কর, শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, শ্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী পবিত্র মার্গারিটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

আসেনি কেউ খোঁজ নিতে, প্রশ্ন কিশোরের ঠাঁই নিয়ে

আপাতদৃষ্টিতে আড়ম্বরপূর্ণ জীবনে অভ্যস্ত কিশোরের মাথা গোঁজার ঠাঁই এখন কোথায় হবে? কে দেখভাল করবে?— এই প্রশ্নই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত কয়েক দিন ধরে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত কিশোর হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই কখনও বলছিল, 'বাবা কোথায়?'লালবাজার জানতে পেরেছে, ঘুমের সমস্যা থাকায় বড় ভাই প্রণয় নিয়মিত ঘুমের ওষুধ কিনতেন। সেই ঘুমের ওষুধই পায়েসে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অনুমান। ওই এলাকার আশেপাশের ওষুধের দোকানগুলিতে খোঁজ নিচ্ছেন তদন্তকারীরা। দে পরিবারের এই চারতলা বাড়ি থেকে দু'টি ফ্রিজ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। দু'টি ফ্রিজ ভর্তি খাবার ছিল। তা হলে কি ঘরের ভিতরেই বেশ কিছু দিন থাকার পরিকল্পনা ছিল?

তদন্তে লালবাজার জানতে পেরেছে, ব্যবসা বাঁচাতে ছ'টির বেশি সংস্থায় ঋণ ছিল দে পরিবারের। সেই ঋণের পরিমাণ ১৫ কোটির বেশি। ব্যবসার মোড় ঘোরাতে না পারায় সপরিবার মৃত্যুর পথ বেছে নেওয়ার পরিকল্পনা হয়। লালবাজারের এক কর্তা বলেন, 'দুই ভাইয়ের বক্তব্যের কিছুটা মিললেও বড় অংশে অসঙ্গতি রয়েছে। পরে দু'জনের সঙ্গে একত্রে কথা বলা হবে। দু'টি ফ্রিজে কেন এত খাবার মজুত করা হয়েছিল, তা দেখা হচ্ছে।'কখনও আবার জানতে চাইছিল, 'কাকা কী করছে'? দিনভর টানাপড়েনের মধ্যেই সোমবার সন্ধ্যায় ওই কিশোর এবং তার কাকা প্রসূনকে বাইপাসের ধারের বেসরকারি হাসপাতাল থেকে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়।মঙ্গলবার রাতে অভিষিক্তা মোড়ে দুর্ঘটনায় পর প্রসূন, প্রণয় এবং প্রণয়ের কিশোর পুত্রকে ই এম বাইপাসের ধারের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে ভর্তি আহতদের দেখতে দে পরিবারের আত্মীয়দের কেউ আসেননি। হাসপাতাল থেকে তিন জনকে স্থানান্তরিত করা নিয়েও পুলিশকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে বার বার। গোটা দিন টানাপড়েনের পর কোনও মতে এক আত্মীয়কে এনে শনিবার রাতে এন আর এস হাসপাতালে প্রণয়কে ভর্তি করতে পেরেছিল পুলিশ। বেসরকারি হাসপাতালেই ছিল চিকিৎসাধীন কিশোর এবং তার কাকা প্রসূন। পরে তাঁদেরও স্থানান্তরিত করা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। সোমবার দফায় দফায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। মূলত, কিশোরকে দেখভালের দায়িত্ব পরিবারের কাউকে দেওয়া যায় কি না, সেই চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়া তো দূর, কেউই বেসরকারি হাসপাতালে এসে স্থানান্তরের প্রক্রিয়ায় সই পর্যন্ত করতে রাজি ছিলেন না। দীর্ঘ টানাপড়েনের পর শেষে সন্ধ্যায় দুজনকে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে বের করা হয়।এ দিন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ দু'জনকে এনআরএস হাসপাতালে অর্থোপেডিক বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। প্রণয়ও ওই ওয়ার্ডেই রয়েছেন। তবে হাসপাতালে রেখে কিশোরের চিকিৎসা হলেও পরে যদি কেউ দায়িত্ব নিতে না চায়, তা হলে তাকে কোথায় পাঠানো হবে, এই প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লিউসি)-র তরফে শিশুর দেখভালের প্রশ্নে এ দিন ট্যাংরা থানায় তদন্তকারী আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সিডব্লিউসি-র কলকাতা জেলার চেয়ারপার্সন মহুয়া শূর বললেন, 'কিশোরের বাবা এবং কাকা জীবিত। যে হেতু কিশোরের অভিভাবকরা আছেন, তাই এখনই আমরা কিশোরকে হোমে পাঠাতে পারি না। তবে নজর রাখছি, যদি কেউ কিশোরের দায়িত্ব নিতে রাজি না হন, তা হলে পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'ট্যাংরা কাণ্ডের তদন্তে লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার দু'দিন আগে থেকে রোজ রাতে পায়েস খেয়েছিল দে পরিবার। সেই পায়েসেও তুলসি পাতা মেশানো ছিল। সন্তানদের যাতে কোনও ভাবে সন্দেহ না হয়, সে জন্যেই প্রসূন ও প্রণয় এই পরিকল্পনা করেছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। শেষে সোমবার রাতে ঘুমের ওষুধ মেশানো হলেও সন্দেহ হয়নি বাচ্চাদের। মঙ্গলবার সকালে ঘুম ভাঙার পর মা ও কাকিমাকে নিজের ঘরে শুয়ে থাকতে দেখেছিল কিশোর। দিদি প্রিয়ম্বদারও সাড়া ছিল না। জীবিত তিন জনের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পেরেছিল, প্রথমে প্রিয়ম্বদার ঘরেই কিশোরের হাতের শিরা কাটার চেষ্টা করেন প্রসূন। কিন্তু কিশোর কান্নাকাটি শুরু করায় থেমে যান। এর পর কিশোরকে তিন তলায় ঘরে পাঠিয়ে দুই স্ত্রীর শিরা কাটা হতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। পুলিশ বিষয়টি যাচাই করে দেখছে। তবে ১৮ ফেব্রুয়ারি সকালেই যে হাতের শিরা কেটে খুন করা হয়, তা নিয়ে নিশ্চিত লালবাজার।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

চালিয়ে লাভ কি ? স্বামীজী ভদ্রলোকের সব কথা শুনলেন। কিন্তু কোনো রকম প্রতিক্রিয়া না করে শুধু বললেন - আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তিনি যা করান আমি তাই করি। খানিকক্ষণ বাদে একটি ষ্টেশন এলো, স্বামীজী এবং সেই ভদ্রলোক দুজনেই সেখানে নামলেন। ভদ্রলোকটি স্বামীজীকে জিগ্গেস করলেন- সঙ্গে কোনো খাবার আছে কিনা ? থাকলে সেটা খেয়ে নিন। স্বামীজী বললেন - আমার সঙ্গে কোনো খাবার নেই। ভদ্রলোকটি বললেন - এটাই তো স্বাভাবিক। কর্ম না করলে অর্থ আসে না।আর অর্থ না থাকলে খাবারও আসে না।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

গভর্নমেন্ট ই মার্কেটপ্লেস (GeM) -এর SWAYATT উদ্যোগের ৬ বছর উদযাপন

সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি বাজারের সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্যই হল শেষ প্রান্তে থাকা বিক্রেতাদের প্রশিক্ষণ, মহিলা উদ্যোক্তাপতিদের বিকাশ সাধন এবং সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উৎসাহ জোগানো।

অনুষ্ঠানে GeM বণিক মহল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রি (FICCI) লেডিস অর্গানাইজেশন (FICCI-FLO) –এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্বাক্ষর করেছে। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে GeM মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই মহিলা উদ্যোগপতিদের সরকারি ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ করে দেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে। এরফলে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং পণ্যের ভালো দাম মিলবে।

GeM-এর সিইও এল সত্য শ্রীনিবাস জানিয়েছেন, SWAYATT-এর সূচনা হওয়ার সময় GeM-এ মাত্র ৬,৩০০ মহিলা নেতৃত্বাধীন উদ্যোগপতি এবং ৩,৪০০টি স্টার্টআপস যুক্ত ছিল। পরবর্তী সময় এই প্ল্যাটফর্ম বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, GeM স্টার্টআপ গুলিকে ৩৫,৯৫০ কোটি টাকার বরাত পূরণ করতে সাহায্য করেছে। GeM-এর মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি কিভাবে মহিলা উদ্যোগপতিদের সুযোগ করে দিচ্ছে সেবিষয়ে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন FICCI-FLO –এর প্রেসিডেন্ট শ্রীমতি জয়শ্রী দাসভার্মা। তাদের সংস্থার সঙ্গে GeM-এর সমঝোতা হওয়ার ফলে মহিলা নেতৃত্বাধীন এমএসই গুলি সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা প্রকাশ তিনি।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আবার অনেকে ভগবান শিবের পটে অথবা চিত্রের মধ্যে পূজা করে থাকেন। বিল্বপত্র প্রদোষ ব্রতের সময় অর্পন করাকে মঙ্গলদায়ক বলে বিশ্বাস করা হয়।

এই সকল পূজাবিধি সম্পন্ন করার পর ভক্তরা প্রদোষ ব্রতকথা পাঠ করেন।

এরপর ভগবান শিবের মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ১০৮ জপ করতে হয়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

নতুন দিল্লিতে ‘ওয়াতন কো জানো’ অনুষ্ঠানে জম্মু-কাশ্মীরের ২৫০ জন শিশুর সঙ্গে আলাপচারিতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নতুন দিল্লিতে আজ ‘ওয়াতন কো জানো’ কর্মসূচির আওতায় জম্মু-কাশ্মীরের ২৫০ জন শিশুর সঙ্গে মতবিনিময় করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এবং গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশকও উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের শিশু ও তরুণদের সামনে দেশের অগ্রগতি, সমৃদ্ধ সামাজিক বুনন, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক সংযোগের অনুভব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশকে আরও গভীর ভাবে বোঝানোর লক্ষ্যে ‘ওয়াতন কো জানো’ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই দেশ আমাদের বাড়ি। আমরা যেমন আমাদের বাড়ির প্রতিটি অংশ খুব ভালো করে জানি, সেই রকম আমাদের দেশকেও গভীর ভাবে জানতে হবে। ৩৭০ ধারার বিলোপসাধন করে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সারা দেশকে একসূত্রে বেঁধেছেন, দেশের অন্যান্য রাজ্যের নাগরিকদের যে অধিকার রয়েছে, এখন কাশ্মীরের নাগরিকরাও তা ভোগ করেন।

শ্রী শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত এক দশকে ভারতকে প্রগতিশীল, আধুনিক ও বিশ্বনেতা করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আগামীদিনে সারা বিশ্বের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষালাভের জন্য ভারতে আসবেন। সমৃদ্ধ, আধুনিক ও উন্নত ভারতের সুফল প্রত্যেক নাগরিকের কাছে পৌঁছোবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীর শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। বিশ্বের উচ্চতম রেলওয়ে আর্চ ব্রিজ, এশিয়ার দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ এবং দেশের একমাত্র কেবল সাসপেনশন ব্রিজ কাশ্মীরে তৈরি করা হয়েছে। ভারতের মধ্যে একমাত্র জম্মু-কাশ্মীরেই দুটি অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস) এবং দুটি ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম) রয়েছে।

এছাড়াও এখানে ২৪টি বড় কলেজ এবং ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। যে কাশ্মীর একসময়ে বোমা বিস্ফোরণ ও জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য কুখ্যাত ছিল, গত এক দশকে তার অভাবনীয় রূপান্তর ঘটেছে। পাথর ছোঁড়া, বোমা বিস্ফোরণ, জঙ্গী কার্যকলাপ দূর হয়েছে। স্কুলগুলিতে স্বাভাবিক পঠন-পাঠন হচ্ছে। সড়ক, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় সহ পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত ও পুরসভা স্তরে ৩৬ হাজার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তৃণমূল স্তরের গণতন্ত্রকে মজবুত করে তুলেছেন।

শ্রী শাহ বলেন, শান্তি না থাকলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। জঙ্গী কার্যকলাপ থেকে কারোই লাভ হয় না। গত ৩০ বছরে হিংসায় কাশ্মীরে ৩৮ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। বর্তমানে কাশ্মীরে সাধারণ নাগরিকদের জীবনহানির হার ৮০ শতাংশ কমেছে। মানুষ এই নিয়ে অত্যন্ত খুশি। কিন্তু, সরকারের লক্ষ্য এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে একজন সাধারণ মানুষকেও উগ্রপন্থার জন্য প্রাণ হারাতে হবে না। এই জম্মু-কাশ্মীর গড়ে তোলার দায়িত্ব সেখানকার শিশু ও যুবসমাজের রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জম্মু-কাশ্মীরের শিশুদের বলেন, সারা দেশই যে তাদের ঘর, এই চেতনা নিয়ে তারা যেন কাশ্মীরে ফেরে। জম্মু-কাশ্মীরের প্রতিটি শিশু যদি তাদের অভিভাবক ও প্রতিবেশীদের সেকথা বোঝায় এবং সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকতে চায়, তাহলে পুলিশ বা সেনাবাহিনীর সাহায্য ছাড়াই জঙ্গীদের নির্মূল করা সম্ভব। খুব শীঘ্রই এমন একটা দিন আসবে, যখন কাশ্মীরে কারোর হাতে আর অস্ত্র থাকবে না, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর টহলদারির প্রয়োজন হবে না। প্রধানমন্ত্রী মোদীর উদ্যোগে কাশ্মীরে শান্তি ফিরেছে। মোদী সরকারের উদ্যোগে স্কুল-কলেজ স্থাপন করা হয়েছে, কাশ্মীরে শিল্প এসেছে, হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মধ্য থেকে বেছে নেওয়া জম্মু-কাশ্মীরের এই ২৫০ জন শিশুর মধ্যে ৯ থেকে ১৮ বছর বয়সী ৬২টি মেয়ে এবং ১৮৮ জন ছেলে রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সহযোগিতায় জম্মু-কাশ্মীর সরকারের সামাজিক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ‘ওয়াতন কো জানো’ কর্মসূচির আওতায় এদের জয়পুর, আজমেঢ় ও দিল্লি ঘুরিয়ে দেখানো হয়। চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এই যাত্রায় প্রথমে তাদের জয়পুর ও আজমেঢ়-এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি তারা দিল্লিতে পৌঁছোয়। সেখানে তাদের কুতব মিনার, লালকেল্লা এবং অন্য দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরিয়ে দেখানো হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি তারা জম্মু-কাশ্মীরে ফিরে যাবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" (১১৯ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

(তৃতীয় পর্ব)

জন্য ব্যয় করুন। আমি আরো একটা বিষয় অ্যাড করতে চাই খুব সম্প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রী জি বলেছেন যে খাবার সময় ব্যবহৃত তেলের পরিমাণ যাতে 10 শতাংশ কম করা হয়, কারণ অনেক সময় আমরা বেশি তেলে রান্না করা খাবার খেয়ে ফেলি যা ওবেসিটিকে ভীষণ রকম প্রভাবিত করে। তাই আমি সকলকে বলতে চাই এই ধরনের অভ্যাস এড়িয়ে চলুন এবং নিজের হেলথের খেয়াল রাখুন। শুধু এটাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আর আসুন আমরা সকলে একসঙ্গে নিজের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাই, ধন্যবাদ।

নীরজজি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ নিখত জারিনও এই বিষয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন:

#অডিও

Hi আমার নাম নিখাত জারিন এবং আমি two times world boxing champion. আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি মন কি বাত অনুষ্ঠানে উল্লেখ করেছেন স্থূলতা নিয়ে and I think it's a national concern. আমাদের নিজেদের health নিয়ে serious হতে হবে কারণ স্থূলতা ভীষণ দ্রুত আমাদের ইন্ডিয়াতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং তাকে আমাদের আটকানো উচিৎ এবং আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ যতটা সম্ভব healthy lifestyle follow করার।

আমি নিজে একজন athlete হিসেবে চেষ্টা করি healthy diet follow করার কারণ যদি আমি ভুল করেও unhealthy diet নিয়ে ফেলি বা oily জিনিস খেয়ে ফেলি তাহলে তার impact আমার performance-এ পড়ে এবং আমি ring-এ দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তাই আমি চেষ্টা করি edible oil-এর মত জিনিস কম ব্যবহার করতে ও তার জায়গায় healthy diet follow করতে এবং daily physical activity করতে যার ফলে আমি সর্বদা fit থাকি and I think আমাদের মতন common মানুষ যাঁরা আছেন, যাঁরা daily job-এ যান, কাজে যান, এবং আমি মনে করে তাঁদের এবং প্রত্যেকেরই Health নিয়ে serious হওয়া উচিৎ, এবং কোন না কোন daily physical activity করা উচিৎ। যাতে এর মাধ্যমে heart attack বা cancer-এর মতন রোগ থেকে আমরা দূরে থাকতে পারি এবং নিজেদের fit রাখতে পারি, কারণ "আমরা fit তো India fit."

নিখত জি সত্যিই কিছু গুরুত্বপূর্ণ points বলেছেন। আসুন এখন আমরা শুনি ডাক্তার দেবী শেট্টী কী বলছেন। আপনারা সকলেই জানেন উনি একজন ভীষণই সমাদৃত ডাক্তার যিনি এই বিষয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন।

আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে, স্থূলতা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি এবং প্রচারের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আজকের দিনে স্থূলতা কোনও problem নয়, এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা। ভারতের একটি বড়ো অংশ তরুণ-তরুণী স্থূলকায়। আজকের দিনে স্থূলতার প্রধান কারণ হল নিম্নমানের খাবার খাওয়া, বিশেষ করে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট খাওয়া, যেমন ভাত, রুটি এবং চিনি এবং অবশ্যই অতিরিক্ত তেল। স্থূলতার ফলে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ফ্যাটি লিভার এবং আরও অনেক জটিল সমস্যা দেখা দেয়। তাই সকল তরুণ-তরুণীদের প্রতি আমার পরামর্শ হল, ব্যায়াম শুরু করুন, আপনার খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করুন এবং খুব অ্যাকটিভ থাকুন, এবং আপনার ওজনের দিকে নজর রাখুন। আবারও আমি আপনাদের সুস্থ ভবিষ্যতের জন্য সকলকে শুভকামনা জানাতে চাই। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

বন্ধুরা, খাবারে তেলের ব্যবহার কমানো এবং স্থূলতা মোকাবেলা করা কেবল ব্যক্তিগত পছন্দ নয়, বরং পরিবারের প্রতি এটা আমাদের দায়িত্বও। খাবারে অতিরিক্ত তেলের ব্যবহার হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো অনেক রোগের

ক্রমশঃ

'ডিসেম্বরের মধ্যে ভোট চাই',মোল্লা ইউনূসের মৃত্যু ঘণ্টা বাজালেন সেনাপ্রধান ওয়াকার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অবশেষে বাজল মোল্লা ইউনূসের মৃত্যু ঘণ্টা। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নিরপেক্ষ ভোটের কথা জানালেন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।মঙ্গলবার(২৫ ফেব্রুয়ারি) দেশটির সেনাপ্রধান জানান, 'আজকে একটা কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই। আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।বাংলাদেশে পুলিশের ভুমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।জানান,'আজকে পুলিশ সদস্য কাজ করছে না।কারণ তাদের অনেকেই জেলে।র‍্যাব, বিজিবি প্যানিকড। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব শুধু সেনাবাহিনীর না। আনসার বাহিনী আছে।৩০ হাজার সেনাবাহিনী সদস্য নিয়ে আমরা কীভাবে করব? তাই আমরা শান্তি চাই গোটা বাংলাদেশ জুড়ে। এতে জনগণের সহযোগীতা প্রয়োজন।' একটাই ইচ্ছে, বাংলাদেশ ও জাতিকে রক্ষা করা। তাদের সুরক্ষিত জায়গায় রেখে সেনা নিবাসে ফেরত আসার আশা রাখছি।'

নির্বাচন নিয়ে দেশটির সেনাপ্রধান জানান, 'আমার মনে হয় এবার আমরা বাংলাদেশ নির্বাচনের দিকেই ধাবিত হচ্ছি, ১৮ মাসের কথা বলেছিলাম। ডিসেম্বরের মধ্যে একটা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রত্যাশা করছি। চাইব আর যেন হিংসে না ছড়ায়। কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে।' সেনাবাহিনীর ওপর হামলা নিয়ে ওয়াকার-উজ-জামান জানান, 'সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ করবেন না। সেনাবাহিনী এবং সেনাপ্রধানের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে অনেকের।কী কারণে তা আমরা জানি না। আমাদের জনগণের সাহায্যের প্রয়োজন।আমরা এক থাকতে চাই, বাংলাদেশ ও জাতিকে আমরা রক্ষা করতে চাই। গোটা বাংলাদেশ জুড়ে শান্তি স্থাপন করতে চাই।শান্তি ফিরিয়ে আনতে আমরা অঙ্গিকারবদ্ধ।'

সিনেমার খবর

সত্যিই কি শহীদ কাপুরের সঙ্গে প্রেম ছিল সানিয়ার, ভিডিও ঘিরে জল্পনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

পাকিস্তানি ক্রিকেটার শোয়েব মালিকের প্রাক্তন স্ত্রী, ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার সঙ্গে এক সময় প্রেমের গুঞ্জন ছিলো বলিউড অভিনেতা শহীদ কাপুরের। সে প্রেম কি শুধুই গুঞ্জন নাকি সত্যি এমন প্রশ্নে হেয়ালি ভরা উত্তর দেন সানিয়া। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বলিউড প্রযোজক করণ জোহরের 'কফি উইথ করণ' অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে নিজের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে বলেন সানিয়া মির্জা। 'কফি উইথ করণ' অনুষ্ঠানের সিজন ফাইভে অংশ নিয়েছিলেন এ টেনিস তারকা। সে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের অনেক না বলা কথাই ফাঁস করেন তিনি।

বলিউড অভিনেতা শহীদ কাপুরের সঙ্গে অতীতে অনেক প্রেমের গুঞ্জন ছিলো সানিয়ার। এ গুঞ্জনের সত্যতা যাচাইয়ে সানিয়াকে করণ সরাসরিই প্রশ্ন করে বলেন, শহীদ কাপুরের সঙ্গে সানিয়ার কি কখনও প্রেমের সম্পর্ক ছিল?

এমন প্রশ্নের উত্তরে সানিয়া বলেন, আমার আসলে কিছু মনে নেই। এটা অনেক আগের কথা। আমি তখন অনেক বেশি ট্রাভেল করতাম। ফলে এটা হওয়ারই কথা না। সম্প্রতি আট বছরের পুরনো সেই সাক্ষাৎকার নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যার কারণে সানিয়া ও শহীদকে নিয়ে নতুন জল্পনা শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুরের সঙ্গে ব্রেকআপের পর শহীদ কাপুর ২০১৫ সালে মীরা রাজপুতকে বিয়ে করেন। এই দম্পতির দুই সন্তান রয়েছে। অন্যদিকে, ২০১০ সালে পাকিস্তানি ক্রিকেটার শোয়েব মালিকের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন সানিয়া। তবে ২০২৪ সালে তাদের দীর্ঘ ১৪ বছরের দাম্পত্য সম্পর্কের ইতি ঘটায়। সেই সংসারে তাদের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে।

অস্কারে 'যোধা আকবর'

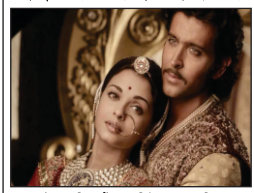

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

১৭ বছর পার করল ঐতিহাসিক সিনেমা 'যোধা আকবর'। ২০০৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়া এই সিনেমাটি দর্শকমহলে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই বিশেষ উপলক্ষে, অস্কার কর্তৃপক্ষ তথা একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস মার্চ মাসে লস অ্যাঞ্জেলেসে আয়োজন করতে যাচ্ছে সিনেমাটির বিশেষ প্রদর্শনী।

অস্কারের এই উদ্যোগে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নির্মাতা আশুতোষ গোয়ারিকর বলেন, "সিনেমাটির জন্য দর্শকদের ভালোবাসা আমাকে আজও অনুপ্রাণিত করে। মুক্তির সময় থেকে শুরু করে আজকের এই অস্কারের বিশেষ প্রদর্শনী—এই পথচলা আমাদের জন্য এক বিশাল প্রাপ্তি। এটি শুধু সিনেমার নয়, আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতিরও উদযাপন।"

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত 'যোধা আকবর'-এ মুঘল সম্রাট আকবর ও রাজপুত রাজকন্যা যোধা বাইয়ের প্রেমের মহাকাব্যিক গল্প তুলে ধরা হয়েছে। এতে হৃতিক রোশন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে। আশুতোষ গোয়ারিকরের অনন্য গল্প বলার ধরন, তাদের অন-স্ক্রিন রসায়নের সঙ্গে মিলে 'যোধা আকবর'-কে দিয়েছে অবিস্মরণীয় এক সিনেম্যাটিক অবস্থান।

এর আগে, অ্যাকাডেমির বিখ্যাত পোশাক ডিজাইনার নীতা লুল্লার 'কালার ইন মোশন' প্রদর্শনীতে, ঐশ্বরিয়া রাইয়ের 'যোধা আকবর'-এ পরা জমকালো বিয়ের লেহেঙ্গা প্রদর্শন করা হয়েছিল। সিনেমাটির চমৎকার সিনেমাটোগ্রাফি, রাজকীয় পোশাক, এবং মনোমুগ্ধকর সংগীত দর্শকদের মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে।

প্রায় ৪০ কোটি রুপি বাজেটে নির্মিত 'যোধা আকবর' বিশ্বব্যাপী প্রায় ১২০ কোটি রুপি আয় করে। মুক্তির পর এটি দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায় এবং কালজয়ী সিনেমার মর্যাদা লাভ করে।

অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন কৃতি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন। যিনি নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছে। গেল কয়েকদিন ধরেই অভিনেত্রীর বিয়ে নিয়ে নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

ইতোমধ্যেই নতুন ভাইরাল ভিডিও এসেছে প্রকাশ্যে। যে কারণে কৃতির বিয়ের গুঞ্জন আরও তীব্র হয়েছে।

ইনস্টাগ্রামে শেয়ার হওয়া ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা, কৃতিকে তার প্রেমিক কবীর বাহিয়ার সঙ্গে দেখা গেছে। যিনি বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে

দিল্লি এসেছিলেন। কৃতির এই ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভাইরাল। নানা প্রশ্ন তুলেছেন নেটিজেনরা।

ভিডিওটি দেখে অনেকেই বলছেন, নতুন জুটিকে দম্পতি হিসেবে শিগগিরই দেখতে চান। কেউ আবার লেখেন, বিয়ের অপেক্ষায়। কৃতি এবং কবীরকে একসঙ্গে দেখে তাই অনেকের অনুমান, সম্ভবত এই খবর প্রকাশ হওয়ায় তারা শিগগিরই ভক্তদের কিছু সুখবর দেবেন।

তবে, কৃতি বা কবীর কেউই এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে কিছু বলেননি। সবাই কৃতি এবং কবীর দুজনের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায়।

প্রসঙ্গত, এর আগেও কৃতি শ্যাননের বিয়ে নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। তবে তখনও এই প্রেমের বিষয়টিকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এই অভিনেত্রী।

৫০০ দিন পর গোল করলেন নেইমার, জেতালেন দলকেও

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

২০২৩ সালের ৩ অক্টোবর আল হিলালের হয়ে গোল করেছিলেন নেইমার। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে এটাই এত দিন ছিল তাঁর সবশেষ কোনো গোল। সৌদি ক্লাবের হয়ে গোলের পর কেটে গেছে প্রায় দেড় বছর। নেইমারের ফুরোল গোলের অপেক্ষা।

অ্যাগুয়া সান্তার বিপক্ষে ক্যাম্পেওনাতো পাউলিস্তা টুর্নামেন্টে আজ বাংলাদেশ সময় সকালে খেলেছে সান্তোস। ভিলো বেলমিরো স্টেডিয়ামে ১২ মিনিটে বক্সের ভেতর ড্রিবল করে ঢুকতে গিয়ে ফাউলের শিকার হয়েছেন নেইমার। রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজালে ১৪ মিনিটে স্পটকিক থেকে গোল আদায় করে নেন ব্রাজিলের এই ফরোয়ার্ড। এই গোলে তাঁর ফুরিয়েছে ৫০২ দিনের অপেক্ষা। ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের গোলখরা কাটানোর দিনে জিতেছে তাঁর দলও। অ্যাগুয়া সান্তাকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে সান্তোস। ২৬ ও ৭০ মিনিটে থাচিয়ানো ও গিলার্মে করেছেন সান্তোসের অপর দুই গোল। অ্যাগুয়া সান্তার একমাত্র গোল ৪৩ মিনিটে করেন নেতিনহো।

ব্রাজিলের জার্সিতে সর্বোচ্চ ৭৯ গোলের রেকর্ড নেইমারের। তাঁরই কি না গোল পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৫০০ দিনেরও বেশি। তাতে অবশ্য ব্রাজিলের ফরোয়ার্ডের দায় কম। কারণ, তাঁর চেয়ে সময়টা কেটেছে চোটের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে। এমন অবস্থায় আল হিলাল এ বছরের জানুয়ারিতে চুক্তি বাতিল করেছিল। সৌদির এই ক্লাবে ২০২৩ সালে পিএসজি ছেড়ে দুই বছরের চুক্তিতে গিয়েছিলেন। বার্ষিক ১০ কোটি ৪০ লাখ ডলারের চুক্তি করা হয়। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১২৭৭ কোটি ২৭ লাখ টাকা। তবে সৌদি ক্লাবে সব মিলে খেলতে পেরেছিলেন ৭ ম্যাচ।

আল হিলালের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হওয়ার পর নেইমার ফেরেন তাঁর শৈশবের ক্লাব সান্তোসে। ১২ বছর পর ব্রাজিলের ক্লাবটিতে ফিরলেও জয় পাচ্ছিলেন না কিছুতেই। সান্তোসে ফেরার পর নেইমারের প্রথম তিন ম্যাচের দুটিই ড্র হয়েছে। একটিতে হেরেছে সান্তোস। অবশেষে আজ তাঁর গোলখরা কাটানোর দিনে জিতল সান্তোস। জয়ের পর নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে অ্যাগুয়া সান্তার বিপক্ষে জয়ের কিছু মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেছেন ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি: পাকিস্তানে ভারত নেই, ভারতের পতাকাও নেই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রাজনৈতিক বৈরী সম্পর্কের কারণে পাকিস্তানের মাটিতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে যাচ্ছে না ভারত। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে রোহিত শর্মাদের সব ম্যাচ হবে।

এই টুর্নামেন্টের আয়োজক পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) হলেও দুবাইয়ে কিছু ম্যাচ হওয়ার কারণও ভারতই। টুর্নামেন্টের আগে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর অধিনায়কেরা আনুষ্ঠানিক ফটোসেশনে অংশ নিলেও সেখানে যাচ্ছেন না রোহিত শর্মা।

এমন পরিস্থিতিতে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে অন্য চিত্র দেখা গেল। বৈশ্বিক এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া ৮ দলের মধ্যে ৭ দলেরই পতাকা স্টেডিয়ামে লাগানো হয়েছে। শুধু ভারতের পতাকা নেই।

এতে কেউ কেউ বলছেন, ভারত দল চ্যাম্পিয়ন ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাচ্ছে না বলেই পিসিবি ভারতের পতাকা রাখেনি। তবে এ বিষয়ে পিসিবির আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, স্ট্যান্ড ব্যবহার করে বেশ কিছু পতাকা লাগানো হয়েছে। এর মধ্যে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের পতাকা উড়ছে।

এদিকে ভারতের হিন্দুস্থান টাইমসের খবরে বলা হয়, ভিডিওগুলো লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের। সেখানে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানের পতাকা আছে। কিন্তু ভারতের তেরঙা পতাকা নেই।

হিন্দুস্থান টাইমস লিখেছে, গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে ভারতের পতাকা না রাখাকে সমর্থকেরা বিসিসিআইয়ের পাকিস্তানে দল না পাঠানোর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জবাব হিসেবে দেখছেন।

সতীর্থদের কাছে বেলিংহামের ক্ষমা প্রার্থনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

লা লিগায় নিজেদের শেষ ম্যাচে ওসাসুনার বিপক্ষে লাল কার্ড দেখেন জুড বেলিংহ্যাম। সেই হতাশা থেকে এবার সতীর্থের কাছে ক্ষমা চাইলেন রিয়াল মাদ্রিদের এই ইংলিশ মিডফিল্ডার।

লা লিগায় গত শনিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) ওসাসুনার বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করে রিয়াল মাদ্রিদ। ৩৯তম মিনিটে লাল কার্ড দেখেন বেলিংহ্যাম। প্রতিপক্ষের কর্নার শেষে মাঝ মাঠের দিকে দৌড়ে যাওয়ার সময় রেফারিকে কিছু একটা বলতে দেখা যায় বেলিংহ্যামকে। এরপরই তাকে লাল কার্ড দেখান রেফারি।

দলকে কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়ার জন্য সতীর্থদের কাছে ক্ষমা চেয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের অনুভূতি তুলে ধরেছেন জুড বেলিংহ্যাম। তিনি লেখেন, "ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে যথেষ্ট কথা হয়েছে। সতীর্থদের এমন কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়ার জন্য আবারও ক্ষমা চাই। ভক্তদের তাদের সমর্থন এবং বোঝাপড়ার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। ঘরের মাঠে দেখা হবে।"

ম্যাচ শেষে বেলিংহ্যাম অবশ্য দাবি করেছেন, রেফারিকে উদ্দেশ্য করে কোনো অপমানজনক মন্তব্য করেননি। ওই সময় নিজের প্রতি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করেছিলেন তিনি। পরে সংবাদ সম্মেলনে কোচ কার্লো আনচেলত্তি স্বীকার করে নেন বেলিংহ্যামের গালি দেওয়ার বিষয়টি। তবে সেটি যে রেফারির উদ্দেশ্যে ছিল না, সেটিও পরিষ্কার করেন তিনি। কিন্তু এনিয়ে আলোচনা যেন থামছেই না। তাই এবার সামাজিক মাধ্যমে এসবের সমাপ্তি টানার অনুরোধ করেছেন বেলিংহ্যাম।

বেলিংহ্যামের লাল কার্ড পাওয়ার ওই সময় ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু একজন কম নিয়ে ব্যবধান ধরে রাখতে পারেনি তারা। শেষ পর্যন্ত সমতায় শেষ হয় ম্যাচটি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 & 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR